ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ১০ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স
স্থান	: সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ	: ২২ অক্টোবর ২০১৯
সময়	: সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী	: পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি সার্বিক পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা করতে পারেননি মর্মে জানান। স্বাগত বক্তব্য শেষে কমিটির একজন সদস্য জনাব এসএম শফি মৃত্যুবরণ করায় সভায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অত:পর কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

১। জনাব মো: আবদুল মান্নান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার ১ নম্বর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সভার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

২। **অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ**

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, স্মারক নং-০০.৩৩.৪৬০০.০০৩.০০.০১০.২০১৯-২৯৬, তারিখ- ২৪/০৭/২০১৯খ্রি. মূলে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারদের তালিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্ত তালিকা দাখিলের ধার্য তারিখ ৩০/০৮/২০১৯খ্রি. শেষ হওয়ার পরও উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি থেকে অদ্যাবধি তালিকা না পাওয়ায় ১৮/০৯/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত সময় ধার্য করে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ বর্তমানে ৮১,৭৭৭ জনের যে তালিকা রয়েছে তা যাচাই বাছাই করতে হবে। উক্ত তালিকায় নাম আছে এরূপ কেউ মারা গিয়েছেন কিনা/স্থানান্তরিত হয়েছেন কিনা/ অন্য কোন কারণ আছে কিনা তা মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে। বাদ পড়ে যাওয়া এমন কেউ আবেদন করলে সেটা পরবর্তীতে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে ০৩ সদস্যের একটি সাব কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা চুড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করবেন। প্রাপ্ত তালিকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ ১। সদস্য-সচিব টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৩। **স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ**

টাস্কফোর্সের ৯ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা প্রণয়ন অগ্রগতির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, এ অফিসের স্মারক নং-২৯.৩৩.৪৬০০.০০৩.০০.০১২.১৮-২০৮, তারিখ-২১/০৫/২০১৯খ্রি. মূলে স্বেচ্ছায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারদের তালিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা দাখিলের ধার্য তারিখ ১৫/০৬/২০১৯খ্রি. শেষ হওয়ার পরও অদ্যাবধি তালিকা পাওয়া যায়নি। ১৮/০৯/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত সময় ধার্য করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্তঃ পর্যাপ্ত যাচাই বাছাই পূর্বক দ্রুত তালিকা চুড়ান্ত করতে হবে। উক্ত তালিকা প্রস্তাবনা আকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ ১। সদস্য-সচিব টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৩। জেলাপ্রশাসক, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৪। <u>ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ</u>

বিভিন্ন ব্যাংক হতে ৩৬৬ জন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে ০১ জনের ঋণ মওকুফের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন মর্মে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়ি সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া নতুন কোন ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ মওকুফের আবেদন পাওয়া যায়নি মর্মেও সভাকে অবহিত করেন।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, এমন অনেক পরিবার আছেন যেখানে ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তাঁর পরিবারের কাছে নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, খাগড়াছড়িতে কোন সার্টিফিকেট মামলা পেন্ডিং নেই। অন্য ০২(দুই)পার্বত্য জেলায় এ ধরনের মামলা থাকলে মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রণালয় সার সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থাপন করা হলেই ঋণ মওকুফ হবে আশা করা যায় মর্মে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) ঋণ মুওকুফের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টাস্কফোর্স সমন্বয় সাধন করবেন এবং ফলাফল পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।
খ) অবশিষ্ট কোন ঋণ গ্রহীতার আবেদন পাওয়া গেলে এবং ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে তা টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২। জেলাপ্রশাসক, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৫। <u>ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ</u>

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় সভাকে জানান, ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, মাত্র ০৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ ১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৬। <u>টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ</u>

প্রতি তিন মাস অন্তর টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সরকারের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি সভাকে জানান যে, তালিকা দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনাকালে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, প্রায় ২২ (বাইশ) বৎসরে যে সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা অপ্রতুল আরো স্বল্প মেয়াদে সভা করে পুঞ্জিভূত সমস্যাসমূহ নিরসনে সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ যাচাই বাছাই পূর্বক সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করে দৃশ্যমান কাজের অগ্রগতি সরকারের কাছে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

৭। <u>টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংক্রান্তঃ</u>

সভাপতি জানান, প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন দেয়া হয় এবং রেশনসমূহ ঠিকমত দেয়া হচ্ছে কিনা, প্রজেক্ট কমিটি কারা পরিচালনা করছে এ বিষয়ে টাস্কফোর্স-কে অবহিত করা হয় না অথচ কোন সমস্যার উদ্ভব হলে টাস্কফোর্স-কে জবাবদিহি করতে হয়। এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংশোধনের বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
এ বিষয়ে ৯ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কমিটির কার্যপরিধিতে কোন কোন বিষয় সংযোজন অথবা বিয়োজন করা যায়-এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় আগামী সভায়

উপস্থাপন করবেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচনা সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলার সার্কেল চীফদেরকে কো-অপ্ট করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ তিন পার্বত্য জেলার সার্কেল চীফদেরকে কো-অপ্ট করার বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়।

৮। <u>প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরিতে পুনর্বহাল এবং চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। গত ৯ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি সভাকে জানান যে, ইতোপূর্বে যে ২৬২ জন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল তন্মধ্যে ৬৪ জন পানছড়িতে এবং ০৯ জন খাগড়াছড়িতে আছেন তারা এখনো সম্পূর্ণ বকেয়া বেতন ও ভাতাদি পাননি।

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় সভাকে জানান যে, যেহেতু ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান বিষয়ে ইতোপূর্বে পুনর্বহালকৃত ২৬২ জনের ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিল সে ধারাবাহিকতায় গত ১৮/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে ৭০ জন আবেদনকারীর আবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। চাকুরিতে পুনর্বহালের জন্য আবেদনপত্রসমূহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ নতুন ৭০ জনের চাকুরীতে পুনর্বহাল ও ইতোপূর্বে পুনর্বহালকৃত ৭৩জনের বকেয়া বেতন ও ভাতাদি প্রদান বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ পূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

বাস্তবায়নঃ ১। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রামক আঞ্চলিক পরিষদ।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৩। সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।
৪। সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

০৯। <u>রেশন প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

৯ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন সংক্রান্ত তালিকা তৈরির বিষয়ে ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে রেশনপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান মর্মে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স সভাকে অবহিত করেন। নতুন কমিটি গঠনের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। প্রজেক্ট কমিটি গঠনে পূর্বের নিয়ম অনুসরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়ি সংশ্লিষ্ট ইউএনও'র কাছ থেকে আপডেট তালিকা সংগ্রহ করবে এবং টাস্কফোর্স ও সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি সমন্বিত তালিকা যাচাই-বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হলে তা জেলা প্রশাসক বিতরণ করবে এবং বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি টাস্কফোর্স অফিসকে অবহিত করবে।

বাস্তবায়নঃ ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি,রাঙ্গামাটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৩। সাধারণ সম্পাদক, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।

১০। <u>সদস্যদের ভাতা প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি নন-অফিসিয়াল সদস্যদের মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা হারে সম্মানীভাতা এবং কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিতির জন্য যাতায়াত ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহার্থে সম্মানীভাতা হিসেবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চান। তাঁর বক্তব্যের সাথে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িসহ কমিটির অন্য সদস্যগণ সম্মানী প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি সদস্যদের সম্মানীভাতা প্রদানের বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের এতদসংশ্লিষ্ট হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন মোতাবেক যৌক্তিকতা উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ প্রস্তাব সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ ১। সদস্য-সচিব টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগ।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১১। <u>বিবিধ :</u>

(ক) বর্তমানে টাস্কফোর্স কার্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ অফিস করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের জনবলসহ অফিসের সরঞ্জামাদি (গাড়ী, কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি) টিওএনই তে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, জনবলসহ অফিসের সরঞ্জামাদি টিওএনইভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়ন : ১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।

(খ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা হতে বিগত ৫ম সভায় একটা জনগোষ্ঠীকে (বাঙ্গালী) বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'র প্রতিনিধি মেজর মোঃ সালাহউদ্দিন উল্লেখ করেন। তাদের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যায় কিনা তিনি সভায় উত্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু এ ব্যাপারে টাস্কফোর্সের ৫ম সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির আওতায় তাদের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা না গেলেও মানবিক কারণে আলাদাভাবে বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন : ১। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যার্বাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স
খাগড়াছড়ি।
ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
E-mail: taskforce_cht97@yahoo.com
taskforcecht97@gmail.com

স্মারক নম্বর- ০৫.৪২.০০০০.০৩১.৩৪.০০৩.১৮-৭৩ ৮(১৫) তারিখঃ ১৫/১২/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ
(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম

৫। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

৬-৮। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৯-১১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি

১৩। জনাব .....

সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

১৫.১২.১৯

(মো. আবদুল মান্নান)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, ৠ০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd